দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0 6 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

৩৪ ফিচার

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নতুন নীতিমালায় বৈষম্য

পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা

আহমদ আতিক

সরকার ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নতুন নীতিমালা ঘোষণা করেছে। নতুন নীতিতে ভর্তিও শুরু হয়েছে। নতুন ঘোষিত নীতিতে বৈষম্য থাকায় পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে এ বছর দাখিল উত্তীর্ণ মাদ্রাসা বোর্ডের ১ লাখ ১০ হাজার ৪শ' ৮৬ শিক্ষার্থী।

ভবিষ্যতেও এ নীতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও বুয়েটসহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে অনেক অভিভাবক যারা সন্তানদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মাদ্রাসায় পড়াতে চান তারাও মাদ্রাসা ছেড়ে স্কুলমুখী হবে। এ পর্যায়ের মাদ্রাসা শিক্ষা পড়বে শিক্ষার্থী স্বল্পতায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক তথ্য বিবরণীতে গত ২১ জুন বলা হয়েছে, 'এ' প্লাসপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪৩ পয়েন্ট ধরে ক্রমান্বয়ে ৪০ পয়েন্টপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ভর্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ভর্তির ক্ষেত্রে সমপয়েন্ট প্রাপ্তি সমস্যার সমাধানের জন্য নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জ্যেষ্ঠ জন্মতারিখ সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকারের কথাও বলা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়, ২০০৫, ২০০৬ ও ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পৃঃ ৫ঃ কঃ ৪

পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থীরা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতপ্রাপ্ত যে কোন কলেজে ভর্তি হতে পারবে। অথচ ঘোষিত ভর্তি নীতিমালাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মহল কর্তৃক মাদ্রাসা পাস ছাত্রদের কোণঠাসা করে ফেলার জন্য সমস্যাটির জন্ম দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা আশংকা করছেন।

স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র উভয়কেই অতিরিক্ত বিষয় ব্যতীত এসএসসি ও দাখিলে এক হাজার নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। কিন্তু গ্রেডিং পদ্ধতিতে স্কুলের ছাত্রের এক হাজার নম্বরকে মোট ৮টি স্লটে ভাগ করা হলেও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে একে ৬টি স্লটে ভাগ করা হয়েছে। এতে গ্রেড পয়েন্ট এ্যাভারেজ (জিপিএ)-এর ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। আর পয়েন্টে পিছিয়ে পড়ছে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা।

যেমন; স্কুলের প্রতিটি বিষয়ে সর্বোচ্চ গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসাবে ৮টি বিষয়ে মোট গ্রেড পয়েন্ট হয় ৪০ ও অতিরিক্ত বিষয়ের ৩ মিলে মোট ৪৩। অপরদিকে মাদ্রাসার ক্ষেত্রে ৬টি বিষয়ের মোট গ্রেড পয়েন্ট হয় ৩০ ও অতিরিক্ত বিষয়ের ৩ মিলে মোট ৩৩।

ফলে স্কুলের ছাত্র যদি কোন একটি বিষয়ে গ্রেড 'এ' (৪) এবং বাকিগুলোতে 'এ প্লাস' (৫) পায় তবে তার মোট গ্রেড পয়েন্ট হয় ২৯ এবং জিপিএ হয় ৪.৮৮। অথচ ১ হাজার নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১ জন মাদ্রাসা ছাত্র যদি কোন একটি বিষয়ে গ্রেড 'এ' (৪) পায় এবং বাকিগুলোতে 'এ প্লাস' (৫) পায় তবে তার মোট গ্রেড পয়েন্ট হয় ২৯ এবং জিপিএ হয় ৪.৮৩। স্পষ্টতই এটা মাদ্রাসা ছাত্রের প্রতি বৈষম্য। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই একজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে। অথচ পাসের হারের ক্ষেত্রে এ বছরও ৯টি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড শীর্ষে। মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা অনেকেই কলেজে ভর্তি হয়ে থাকে। ভর্তি প্রক্রিয়ায় বৈষম্যের ফলে এবার তারা ভর্তি প্রতিযোগিতার বাইরে থাকতে বাধ্য হবে।

ইতোমধ্যে ভিকারুননিসা নূন কলেজ, হলিক্রস কলেজ ও নটরডেম কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ তাদের ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের বাদ দেয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করেছে। তারা ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে ইসলামিয়াতে কত নম্বর পেয়েছে উল্লেখ করতে বলেছে, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা এই অপশনের কারণে এ প্রতিষ্ঠানে যেতে পারছে না, কারণ তাদের ইসলামিয়াত নামক কোন সাবজেক্ট নেই। ঢাকা কলেজে মাদ্রাসা ছাত্রদের ফরম দেবার সময় উপরে মাদ্রাসা লিখে দিচ্ছে। ভিকারুননিসাসহ বিখ্যাত কলেজগুলোতে আগে যেখানে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতা করে ভর্তি হতে পারতো এখন সে সুযোগই থাকছে না। অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ভর্তি বিষয়ে বেশ কিছু কলেজের অধ্যক্ষের সাথে আলাপকালে তারা বলেন, আমরা সব ধরনের শিক্ষার্থীকেই ভর্তিতে রাজি, কিন্তু সরকারী নির্দেশনামা অমান্য করলে আমাদের উপর শাস্তির বিধান রয়েছে। আলাপকালে তারা জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্কুল ও মাদ্রাসা ছাত্রদের গ্রেডিং সমস্যা ও ভর্তি নীতিমালা সংশোধন করে একটি নতুন আদেশ জারি করতে পারে বলে শুনেছি, কিন্তু এখনও আমাদের হাতে তেমন কোন নির্দেশ পৌছেনি। মাদ্রাসার একজন শিক্ষার্থী স্কুলের শিক্ষার্থীর সমপরিমাণ সিলেবাস এবং কোন কোন অতিরিক্ত বিষয় শেষ করতে হলেও দাখিল ও আলিমে বাংলা ও ইংরেজীতে সমান সিলেবাস পড়ে শুধুমাত্র নম্বর মাদ্রাসাতে ১০০ ও স্কুল-কলেজে ২০০ হবার ফলে তাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ইংরেজী বিভাগে ভর্তি করা হয় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে ভর্তির ক্ষেত্রে মেধা তালিকায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেও শর্ষিনা দারুন্নাজাত মাদ্রাসার ছাত্র সিদ্দিক ইংরেজীতে ভর্তি হতে পারেনি। ইংরেজীতে ভর্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্কোর ১৬, সিদ্দিক পেয়েছিল ২৩। পরে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ল' বিভাগে ভর্তি হতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' বিভাগে গত বছর ভর্তি হওয়া ১২০ জনের মধ্যে ৪৪ জনই বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র। শিক্ষাবিদগণ এ বৈষম্যমূলক ভর্তি নীতিকে শিক্ষাঙ্গনে সেক্যুলার পরিবেশ তৈরীর সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র পরিকল্পনার প্রাথমিক বাস্তবায়ন বলে মনে করছেন। তারা আশংকা করছেন এবারে এটি বাস্তবায়নে সফল হলে, প্রশাসনে ঘাপটি মেরে থাকা মাদ্রাসা শিক্ষা বিরোধী চক্রটি আলিমের পরও এ ভর্তি নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে। এতে করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বুয়েট ও মেডিক্যাল কলেজগুলো মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারবে বলে ষড়যন্ত্রকারী মহলটি মনে করে। আগামী ২৬ জুলাই কলেজগুলোতে এইচএসসিতে ভর্তির শেষ তারিখ হলেও এ বিষয়ে এখনো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভর্তি বিষয়ক কোন সংশোধনী প্রকাশ পায়নি। কলেজে ভর্তির এ জটিলতার জন্য নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বিষয়ের মান নির্ণয়ে মাদ্রাসা বোর্ডের অজ্ঞতা ও সিদ্ধান্তহীনতাকে দায়ী করেন।